

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫০৩

১/ বিবিধ

আরবী

من أغان على قتل مؤمن بشرط كلمة - لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من
رحمة الله
ضعيف

أخرجه ابن ماجة (2 / 134) والعقيلي في "الضعفاء" (457) والبيهقي (8 / 22) من
طريق يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
مرفوعا. وقال العقيلي: "يزيد هذا قال البخاري: منكر
الحديث" قال: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه" وقال البيهقي: "يزيد منكر الحديث".
قلت: وأفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو عنده متهم كما تقدم
قبل حديثين وذكر الذهبي في ترجمته عن أبي حاتم أنه قال: "هذا حديث باطل
موضوع

وأقره الذهبي وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (2 / 104) من حديث أبي
هريرة وعمر وأبي سعيد، وأعلها كلها ثم قال: "قال أحمد: ليس هذا الحديث
بصحيح"، وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات". قلت:
وتعقبه السيوطي في "اللآلي" (2 / 187 - 188) بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث
ضعيف لا موضوع

قلت: ومن شواهد ما أخرجه ابن لؤلؤ في "الفوائد المنتقاة" (2 / 218) عن
الأحوص عن أبي عون المري عن عروة ابن الزبير مرفوعا. وهذا مع إرساله ضعيف،

فإن الأحوص - هو ابن حكيم - ضعيف الحفظ

ومنها ما عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 152 ، 264) من طريق داود بن المحبر عن ضمرة بن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وابن المحبر كذاب لكن رواه ابن عساكر (2 / 382 / 2) وكذا البيهقي في " الشعب " كما في " اللآلي " من طريقين عن عبد الله بن حفص (وفي اللآلي : عبيد الله بن حفص بن مروان) عن سلمة بن العيار الفزاري عن الأوزاعي عن نافع به. ورجاله ثقات غير ابن حفص هذا فلم أجد له ترجمة. ومنها ما عند أبي نعيم في " الحلية " (5 / 74) عن حكيم بن نافع قال: حدثنا خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وقال: "

غريب تفرد به حكيم

قلت: وهو ضعيف

বাংলা

৫০৩। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধ শব্দ দ্বারা সাহায্য করবে, তার দুই চোখের মধ্যখানে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ লিখা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ (২/১৩৪), উকায়লী "আয-যোয়াফা" (৪৫৭) গ্রন্থে এবং বাইহাকী (৮/২২) ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ আশ-শামী সূত্রে যুহরী হতে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেনঃ ইয়াযীদ ইবনু হারূণ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ, তার মত ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার অনুসরণ করেননি। ইমাম বাইহাকীও বলেছেনঃ ইয়াযীদ মুনকারুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম বুখারী তার উপরোক্ত কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। তিনি তার নিকট মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। ইমাম যাহাবী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে আবু হাতিম হতে নকল করেছেন, তিনি বলেনঃ এ হাদীছটি বাতিল ও বানোয়াট। যাহাবী তার কথাকে স্বীকার করেছেন এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওয়ু'আত" (২/১০৪) গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ, উমার ও আবু সাঈদ (রাঃ)-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করে সূত্রগুলোর ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ ইমাম আহমাদ বলেনঃ এ হাদীছটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেনঃ এ হাদীছটি বানোয়াট, নির্ভরযোগ্যদের হাদীছ হতে তার কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৮৭-১৮৮) কতিপয় শাহেদ উল্লেখ পূর্বক তার সমালোচনা করেছেন। সেগুলো প্রমাণ করে যে, জাল নয় বরং যঈফ। সেগুলোর একটি ইবনু লুলু “আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত” (২/৩১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। কারণ আহওয়াস ইবনু হাকীম মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন।

আবু নোয়াঈম হাদীছটি “আখবার আসফাহান” (১/১৫২,২৬৪) গ্রন্থে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। এই ইবনুল মুহাব্বার মিথ্যুক। তবে ইবনু আসাকির (২/৩৮২/২), অনুরূপ ভাবে বাইহাকী “আশ-শু‘আব” গ্রন্থে “আল-লাআলী” গ্রন্থের ন্যায় দুটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যার সনদের বর্ণনাকারী ইবনু হাফস ব্যতীত সকলেই নির্ভরযোগ্য। কারণ তার জীবনী পাওয়া যাচ্ছে না।

আবু নোয়াইম “আল-হিলইয়াহ” (৫/৭৪) গ্রন্থে হাদীছটি হাকীম ইবনু নাফে সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদও দুর্বল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71382>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন